সংবাদ

তারিখ ...30.11.83... ...
পৃষ্ঠা... .. ..কলাম... ... ...

JU 010

একটি স্কুলে শিক্ষাদানের কিছু প্রশ্ন

ঢাকা লক্ষ্মীবাজারে অবস্থিত "ঢাকা সেণ্ট্রাল গার্লস হাই স্কুলের জনৈকা ছাত্রীর আমি একজন প্রাইভেট টিউটর। তাই উক্ত স্কুলের কর্তৃপক্ষকে আমার কিছু প্রশ্ন। চলতি বছরের প্রায় ৫/৬ মাস পর নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন সেটের বই এসে পৌছায়। কি ধরনের বই ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে, সেটা প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী খুব ভাল করেই জানেন, এমতাবস্থায় এই নতুন ধাঁচের নতুন সিলেবাসের বই যখন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ৫/৬ মাস পর পৌছাল, তখন নিশ্চয়ই প্রতিটি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের একটু হিসেব গত বা যত্নের সাথে পড়ান উচিত বই কি। কিন্তু দু:খের বিষয়, উক্ত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা সেটা তো করেনই নাই, বরং এই সামান্য সময়ে ছাত্রীদেরকে যতটুকু পড়ান উচিত তার এক অংশও তারা পড়ান নাই, অথচ সমস্ত অজানা জিনিস (বইয়ের যে সমস্ত পাতা ছাত্রীদের সামনে কোন দিন তারা খোলেন নাই) পরীক্ষার ৮/১০ দিন আগে পরীক্ষার জন্য পড়তে বলেছেন এবং গাদা গাদা প্রশ্নাবলী পরীক্ষার জন্য চিহ্নিত করে দিয়েছেন। আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, বার্ষিক পরীক্ষাটা প্রতিটা ছাত্রছাত্রীদের কাছেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও টেষ্ট পরীক্ষার (১৯৮৪ সালের এস, এস, সি পরীক্ষার্থীদের জন্য) অন্যান্য শ্রেণীর ছুটি ঘোষণার দিন উক্ত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী মৌখিকভাবে ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা হবে বলে ছাত্রীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, টেষ্ট পরীক্ষার পর ২৪।১১।৮৩ তারিখে যখন স্কুল খুলল ঠিক ঐ দিনই ২৭।১১।৮৩ তারিখ থেকে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে বলে পরীক্ষার সময়সূচী ছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়া হল। উল্লেখ্য যে, ঐ ২৪ তারিখে তিন ভাগের দুই ভাগ ছাত্রীরাই স্কুলে অনুপস্থিত ছিল। তারপর ২৫,২৬ তারিখ যথাক্রমে শুক্র, শনি সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং ২৭ তারিখ অর্থাৎ রোববারই পরীক্ষা শুরু হবে (অথচ কমপক্ষে ১৫।২০ দিন আগে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা উচিত)। এমন অনেক ছাত্রী ঐ স্কুলে আছে, যারা ২৭ তারিখে পরীক্ষা এটা না জেনেই ঐ দিন সাধারণ স্কুলের মত বই খাতা নিয়ে স্কুলে চলে আসবে। তখন তাদের অবস্থা ? কিন্তু ছাত্রীদের এধরনের মারাত্মক ক্ষতি উপেক্ষা করে কর্তৃপক্ষ তার খেয়ালখুশীমত একগাদা ছাত্রীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চালনা করছেন। তাই উক্ত স্কুলের কর্তৃপক্ষকে আমার প্রশ্ন তাদের কি এরকম ছাত্র জীবন ছিল ? এরকম পরিচালনায় ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে ?

অসিত কুমার দাস,
৩য় বর্ষ (সম্মান)
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
ঢাকা।